FEB 25 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... 7 ...

ভোরের কাগজ

# কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা উচিত

কৃষি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বৃহত্তম খাত। এই কৃষিকে বাদ দিয়ে এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ক্রমবর্ধমান সংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য দরকার কৃষির সুষ্ঠু পরিকল্পনা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দিন দিন আমাদের চাষাবাদের জমি কমেই চলেছে। তাছাড়া নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, নগরায়ন এসবের ফলে কমছে চাষযোগ্য জমি, হ্রাস পাচ্ছে ভূমির উর্বরা শক্তি। বর্তমানে আমাদের সকলেরই লক্ষ্য কম জমিতে অধিক ফসল উৎপাদন করা যা কেবলমাত্র নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভব। মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি এবং তা সংরক্ষণ করাও কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবাদি পশুর পালন, পরিত্যক্ত জলাশয়ে মৎস্য চাষ, এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্যও কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব রয়েছে। যেহেতু আমাদের দেশ কৃষিনির্ভর তাই কৃষির সার্বিক উন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের কৃষিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কৃষির মাধ্যমেই এ দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করা সম্ভব। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান প্রযুক্তির এই যুগেও দেশের শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িত। অতএব এ দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে কৃষির বিকল্প নেই। কৃষির সার্বিক উন্নয়নের জন্য দরকার কৃষক জনগোষ্ঠীর মাঝে বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে কৃষি শিক্ষাকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। এর ফলে কৃষক পরিবারগুলো লাভবান হবে, তারা কৃষির নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে সহজেই পরিচিত হতে পারবে। কৃষিতে চলে আসবে গতিশীল ভাব। কৃষি শিক্ষাকে যদি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে।

প্রথমত আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। কারণ কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে যদি ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নার্সারি পরিচর্যা, হাঁসমুরগি পালন, মৎস্য চাষ, মৌমাছি পালন, রেশম চাষসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া যায় তাহলে যে সকল ছাত্রছাত্রী ভবিষ্যতে কৃষি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিতে পারবে না তারা তাদের প্রাথমিক জ্ঞানকে পুঁজি করে সহজেই একটি আত্মকর্মসংস্থানের পথ খুঁজে নিতে পারবে। এর ফলে দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমবে।

দ্বিতীয়ত, কৃষি বিষয়ে যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছেন তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সরকার যদি কৃষি শিক্ষাকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক করেন তাহলে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে যে নতুন পদ সৃষ্টি হবে তাতে উচ্চ শিক্ষিত কৃষিবিদরা চাকরির সুযোগ পাবে। এর ফলে নিশ্চিত যুবকের বেকারত্বের বোঝা কিছুটা হলেও কমবে।

কৃষির সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই কৃষি শিক্ষাকে কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। কৃষিবিদদের যদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করা যায় তাহলে লাখ লাখ টাকা খরচ করে কৃষিবিদ তৈরি করার কোনো অর্থ হয় না। নতুন নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে তাদের কর্মসংস্থানের কথাও ভাবতে হবে।

তৃতীয়ত, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার কাজেও কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব রয়েছে। শিল্পায়নের ফলে আমাদের পরিবেশ দিন দিন হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। ক্রমেই পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ নিধন এর অন্যতম কারণ। ভূমি ক্ষয়ের ফলে দিন দিন কমে যাচ্ছে ভূমির উর্বরতা। তাই বৃক্ষ রোপণ, ভূমি ক্ষয়রোধ, ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির উপায় এইসব বিষয়ে যদি প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া যায় তাহলে পরিবেশ বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা কিছুটা সম্ভব হবে।

অনেকেই কৃষিকে একটি সহজ বিষয় বলে মনে করে থাকেন। আসলে কি তাই? কৃষি একটি প্রায়োগিক বিজ্ঞান, জটিল ও গতিশীল বিজ্ঞান যা দেশের নীতিনির্ধারণীর পর্যায়ে অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গ প্রায়শই অনুধাবন করতে পারেন না। ফলে সার্বিক অর্থে কৃষি উন্নয়নের দিক নির্দেশনা আজো সঠিকভাবে নেওয়া সম্ভব হয়নি। দেশের কৃষক ও কৃষি উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কোনো নীতিমালাও প্রণয়ন করা হয়নি। দেশের নামকরা কৃষি বিজ্ঞানীগণও সরকারের নীতিনির্ধারণী বৈঠকে মত প্রকাশের সুযোগ পান না যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

নির্মল চন্দ্র সূত্রধর
ছাত্র, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।